তারিখ : 19 OCT 2016
পৃষ্ঠা 2

দৈনিক আমাদের সময়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল পরিদর্শন পদ্ধতি

পাইলটিং পর্যায়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে

এম এইচ রবিন ●

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ডিজিটাল পরিদর্শন পদ্ধতি নানা প্রতিবন্ধকতায় আটকে গেছে। এক বছর পেরিয়ে মাত্র ওয়েবসাইটের ডেমো তৈরি করছে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ)। পাইলটিং পর্যায়েই এ পদ্ধতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। এর কার্যকারিতা নিয়ে ডিআইএর কর্মকর্তাদের বক্তব্যের সঙ্গে গরমিল দেখা গেছে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে।

ডিআইএর তথ্যানুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম, দুর্নীতি দূর করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ডিজিটাল মনিটরিং পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কোন শিক্ষক কেমন পড়াচ্ছেন বা কোন প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কেমন যত্ন নিচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের জন্য এ মনিটরিং। শিক্ষার্থীরা কেন কোচিং-প্রাইভেটে ঝুঁকছে তাও বের হয়ে আসবে এর মাধ্যমে। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে কেমন কাজ হয় কিংবা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মতো সহশিক্ষা কার্যক্রম আদৌ চর্চা হয় কিনা তাও দেখা হবে। শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতে প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা, অভিভাবকের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কসহ মোট ১১৪টি বিষয়ে মনিটরিং করা হবে অনলাইনে একটি বিশেষ সফটঅয়্যারের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে আরও জানা যাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের পেশাদারিত্ব-শ্রেণি পাঠদান মূল্যায়ন, শিক্ষকের ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য (এসিআর), প্রতিষ্ঠানপ্রধানের একাডেমিক কার্যক্রম মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন, ক্লাস রুটিন পর্যালোচনা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমাবেশ, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, স্যানিটেশন পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, শিক্ষার্থীর আসনব্যবস্থা, মিলনায়তন, পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাবের তথ্য, শিক্ষার্থীর ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা যাচাই, আয়-ব্যয় বিবরণী, সহশিক্ষা কার্যক্রম ও অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে অনলাইন মাধ্যমে পরিদর্শন করা হবে দেশের প্রায় ৩৬ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী 'পিয়ার ইন্সপেকশন' বা সমজাতীয় পরিদর্শন নামে ডিজিটাল মনিটরিং পদ্ধতি প্রবর্তনে ওয়েবসাইট নির্মাণ, সফটঅয়্যার তৈরি, সার্ভার ও অন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়সহ মোট ১০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে এ পদ্ধতির ওপর বিশাল কর্মশালার আয়োজন করে নীতি ও কৌশল ঠিক করে ডিআইএ। কিন্তু এর পর এক বছর পার হয়েছে শুধু একটি ওয়েবসাইটের সফটঅয়্যার তৈরি করতেই।

সফটঅয়্যারটি পাইলটিং কার্যক্রমে চালানো হচ্ছে সিদ্ধেশ্বরী মহিলা কলেজ, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দক্ষিণ বনশ্রী এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

পাইলটিং পর্যায়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মদিনাতুল উলুম মডেল মহিলা মাদ্রাসা, মহানগর টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মততাজ উদ্দিন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজে। ডিআইএর কর্মকর্তারা জানান, উল্লিখিত তথ্য অনলাইনে প্রতিদিন ইনপুট দেবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য-প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষকরা। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শনকালীন পাওয়া তথ্য-উপাত্ত নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করবেন। প্রতিষ্ঠান নিজের দেওয়া তথ্য এবং পিয়ার ইন্সপেক্টরের তথ্য যাছাই করে প্রতিষ্ঠানের গ্রেডিং করা হবে। তবে পরিদর্শনপূর্বক চিঠি দিয়ে অবাহিত করা হবে।

ডিআইএর যুগ্ম পরিচালক বিপুল চন্দ সরকার এ বিষয়ে আমাদের সময়কে বলেন, 'পিয়ার ইন্সপেকশন' বা সমজাতীয় পরিদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে মূলত আমরা দৈনিক ভিত্তিতে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করব। এর মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি– এ চার ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও আর্থিক চিত্র, বিশেষ করে অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য বেরিয়ে আসবে। তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের যে কোনো তথ্য জানা যাবে। তিনি জানান, পরীক্ষামূলক চালু করা পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের আইসিটি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সফটঅয়্যার দিয়েছি। সুপারভাইসও করেছি। তাদের তথ্য ইনপুট দেওয়া শেষ। পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে পিয়ার ইন্সপেকশনের ডেমো মন্ত্রী ও সচিব স্যারকে দেখাব। তাদের কোনো পরামর্শ থাকলে তা যুক্ত করা হবে। এর পর ঢাকার বাইরে পরীক্ষামূলক কাজ করার জন্য সফটঅয়্যার ওপেন করে দেব।

ডিআইএর পাইলটিং করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরেজমিন গিয়ে পাওয়া যায় ভিন্ন চিত্র। মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এ ধরনের কোনো সফটঅয়্যার দেওয়া হয়নি বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন। শিক্ষকরা আরও জানান, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রশাসনিক অনেক অমিল হচ্ছে লালমাটিয়া কলেজের। স্কুল অ্যান্ড কলেজের সঙ্গে পিয়ার ইন্সপেকশনের জন্য আরেকটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের হতে পারে। কারণ এখানে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আর কলেজ হলে দ্বাদশ শ্রেণি থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যন্ত, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন অবকাঠামো, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। এ ছাড়া, সরকার যে নিজেদের শিক্ষক দ্বারা প্রতিদিন তথ্য হালনাগাদ করার কথা বলেছে তার জন্য আলাদা জনবল দরকার। সেটা কীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে। এমনিতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক যেমন আইসিটি, চারুকারু কলা বিষয়ে শিক্ষকদের সরকার এমপিও দিচ্ছে না। তারপর আবার এসব কাজের জন্য যে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, জনবল এই ব্যয় কে দেবে?

সিদ্ধেশ্বরী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কানিজ মাহমুদা জানান বলেন, ডিআইএ থেকে ওয়েবসাইটে তথ্য আপডেট করার জন্য আইসিটি শিক্ষককে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তার একার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় বিজ্ঞান বিভাগের আরও দুই শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাদের পক্ষেও দৈনিক তথ্য আপডেট করা সম্ভব না হলে পরবর্তিতে পাঁচজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারাও হিমশিম খেলে ডিআই একটি কোম্পানির মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করে। পুরোপুরি কার্যক্রম শুরুর পরে কোনো অর্থ ও জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে না তখন কীভাবে তথ্য আপডেট করবেন এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ডিআইএর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ না করে কিছু বলতে পারব না।

প্রসঙ্গত, বর্তমান মনিটরিং পদ্ধতিতে সীমিত জনবলে বছরে দেড় হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্ভব হয় না। এমনও দেখা গেছে পরিদর্শন টিম একটি প্রতিষ্ঠানে ৫ বছর পর যাওয়ার সুযোগ হয়। এতে প্রতিষ্ঠানগুলোর একাডেমিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সরকারের নজরদারির বাইরে থেকে যাচ্ছে। তবে প্রস্তাবিত ডিজিটাল মনিটরিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা গেলে সব প্রতিষ্ঠানই নিয়মিত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করা সম্ভব হবে।

৬